টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝক্‌ঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎ চন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

নাম পরিবর্ত্তনের এফিডেভিট

জঙ্গিপুরের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিট করিয়া জানাইতেছি যে আমি নিমতিতা সাকিমের শ্রীঅবনীমোহন দাস মহাশয়ের পুত্র প্রশান্ত-কুমার দাসের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমানে দিলীপকুমার দাস বলিয়া পরিচিত হইব।

১৩-৬-৭২

শ্রীদিলীপকুমার দাস
পোঃ নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ

৫৯শ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৭৯ সাল!
১৪ই জুন, ১৯৭২

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

চাষকাজে কেমন টাকার চাষ চলে

কৃষিঋণ-মহিমা *(সাগরদীঘি এলাকায়)*

রাজ্য সরকার কৃষকদের চাষকাজের জন্য ঋণ দেওয়ার ঢালাও হুকুম দিয়েছেন। এই ঋণ মঞ্জুর করবেন বি, ডি, ও। এখানকার কথা যতটুকু জানি, কোন ঋণ-প্রাপক টাকা না ঢেলে টাকা আনতে পারছেন না। কৃষি-ঋণ যাঁদের মাধ্যমে বিলি হয়, তাঁরা একটা মওকা পেয়েছেন।

চাষী দরখাস্ত করলেন। গ্রাম-অধ্যক্ষ সই করবেন, কিছু ঢালার পর। অঞ্চল প্রধান মন্তব্য দেবেন অনুরূপ ঘটনার পর। এগ্রিকালচারাল এক্সটেনসন অফিসার তাঁর কিছু প্রিয় লোকের (টাউট ?) মাধ্যমে পেশ করা দরখাস্ত-গুলিতে কৃপা আঁচড় দেন অর্থাৎ সেগুলি মঞ্জুর হয়। স্বভাবতঃই টাউটরা কিছু ভোগরাগের জন্যে পান।

মঞ্জুরীকৃত অর্থের শতকরা ৬০ ভাগ রাসায়নিক সারে দেওয়া হয়। বাকি ৪০ ভাগ নগদ টাকা, যেটা দেওয়ার সময় সমুদয় মঞ্জুরীকৃত অর্থের শতকরা দশ ভাগ কেটে নিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আখেরে চাষীর এত দরবার-আর্জি এবং ট্যাঁকখসানো—তা শুধু ওই সারের আর গোটা কয়েক টাকার জন্যে ?

পাম্পের ইতিকথা অথবা 'ময়ূর' প্রীতি

চাষীরা সেচের জন্যে পাম্প কেনার উদ্দেশ্যে আবেদন করেন। টাকা মঞ্জুর হয় হয়ত সবাইর নয়। যাই হোক, যাঁরা ঋণ পেলেন, তাঁদের ওপর এ, ই, ও ময়ূর' পাম্প কেনার জন্যে চাপ দেন। গ্রাম্য-চাষী নানা আশঙ্কায় সেই ফাঁদে ধরা দেন। ময়ূর পাম্প-এর চেয়ে আরও ভাল পাম্প বাজারে আছে। তবু 'ময়ূর' মার্কার ওপর বেশি জোর দেওয়ার কারণ কি ? ময়ূর জাতীয় পক্ষী বলে নাকি ?

গরীব গ্রামবাসীর জন্য টিউবওয়েল

সাগরদীঘি—১৯৭০ সালে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট বাজেটে তিনটি টিউবওয়েলের জন্য প্রায় ৪০০০ টাকা অনুমোদন করা হয়। এই টিউবওয়েল তিনটি গরীব গ্রামবাসীদের জন্য বিভিন্ন গ্রামে বসাবার কথা ছিল।

কিছুদিন পর দেখা গেল একটি টিউবওয়েল বি, ডি, ও-র রেসিডেন্সের সামনে এবং অপর একটি গ্রামসেবক শ্রীঅশোক সান্যালের বাসার সামনে বসানো হয়েছে। দুটি পরিবারের মাত্র আটজন লোকের জন্য দুটি টিউবওয়েল বসানো হল। এঁরাই গরীব গ্রামবাসী ?

মিসায় কুখ্যাত ডাকাত গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ থানার দফরপুর গ্রামের কুখ্যাত ডাকাত আবুল সেখ (হাত কাটা আবুল) মিসায় আটক হয়েছে।

মনিগ্রাম ষ্টেশনে রাতের গয়া প্যাসেঞ্জার থামা ও নপাড়া ষ্টেশন প্রসঙ্গে

মুর্শিদাবাদ জেলার জননেতা শ্রীত্রিদিব চৌধুরী এম, পি তাঁর আসন্ন বিদেশ-সফরের প্রাক্কালে 'জঙ্গিপুর সংবাদ'-এর বিশেষ প্রতিনিধিকে এক সাক্ষাৎ-কারে জানান যে রেলওয়ে দপ্তরের নিকট সাগরদীঘি থানা এলাকার জনসাধারণের যে দাবী দুটি নিয়ে তিনি বেশ কিছুদিন থেকে চেষ্টা করে আসছিলেন—সেই দাবীগুলি সম্পর্কে সাফল্যের আশা করছেন। শ্রীচৌধুরী জানান যে আগামী রেলওয়ে সময়সূচী প্রবর্তনের সময়েই মনিগ্রাম ষ্টেশনে রাতের গয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেণটি তখন থেকে থামবে। অপরটি হল নপাড়ায় ষ্টেশন করা সম্পর্কে। তিনি জানান যে রেলওয়ে বোর্ড নীতিগতভাবে এ ব্যাপারে রাজী হয়েছেন। কিছু টেক্‌নিক্যাল ব্যাপারে শেষ পর্য্যালোচনা করা হচ্ছে। কিছুটা সময় লাগলেও ষ্টেশনটি চালু হবে বলে আশা করা যায়।

ট্রেণে কাটা পড়ে মৃত্যু

গত ১০ই জুন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ আজিমগঞ্জ রেলগুমটির কাছে ২০ বৎসর বয়স্কা জনৈকা বিবাহিতা মহিলা ৩৪৬ ডাউন বারহারোয়া—হাওড়া প্যাসেঞ্জারে কাটা পড়ে মারা যায়। মহিলার বাড়ী জিয়াগঞ্জের হাতীবাগানে। পুলিশ তার মৃত্যুকে আত্মহত্যার ঘটনা বলে সন্দেহ করছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩১শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কোন্ পথে ?

এমন এক সময় ছিল যখন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় সারা ভারতে এবং এমন কি সারা পৃথিবীতে একটি বিশেষ শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছিল। ইহা কেবল প্রাচীনত্বের দাবীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন, অধ্যাপনার নানা ব্যবস্থা, বহু গুণিজনের সমাবেশ এবং বহু প্রতিভাধরের সৃজন তাহাকে এক বিশেষ ঐতিহ্য ও মর্যাদার অধিকারী করিয়াছিল। মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষার বিশাল দায়িত্ব এক সময় এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃকই পরিচালিত হইত। সুদূর ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত একদিন তাহার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত ছিল।

কিন্তু বিগত কয়েক বৎসর হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য থাকিলেও ভিতরের গলদ দিনের দিন এমন আকার ধারণ করিতেছে, যাহাতে ইহার ভবিষ্যৎ প্রগতি ও উৎকর্ষ নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

এখন মাধ্যমিক শিক্ষার দিক এই বিশ্ববিদ্যালয়কে ভাবিতে হয় না। কিন্তু কলেজ-স্তরের শিক্ষাধারার পরিচালনায় ইহার এত অসুবিধা কেন বুঝা যায় না। তেমনই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে এবং বিভিন্ন বিভাগের কার্য পরিচালনায় এত গণ্ডগোল থাকিলে অবশ্যই ভাবনার বিষয়। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যাঁহারা একটু-আধটু ভাবেন, তাঁহারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিয়াকাণ্ডে আজ মাথায় হাত দিয়া বসিলে দোষ দেওয়া যায় না।

ছাত্র-অশান্তি এখানে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বিশেষ করিয়া পরীক্ষার ব্যাপারে ভাঙচুর, পদস্থ কর্মচারী ঘেরাও, পরীক্ষা বাতিল, আবার পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা ইত্যাদি এমন জট পাকাইয়া চলিয়াছে যে, এক সালের পরীক্ষা পরবর্তী সালের শেষের দিকেও গ্রহণ করা সম্ভব হইতেছে না। অবস্থার প্রতিকূলতা আছে সত্য; তাহার মোকাবিলার জন্য শক্ত মানুষেরও প্রয়োজন। আমরা শক্ত মানুষ পাইয়াও শক্ত হাতের কাজ পাইতেছি না। সব দোষ ছাত্র-সাধারণের উপর চাপাইয়া আপন দুর্বলতাকে চাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা যেন একটা রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অতি সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রচুর কেলেঙ্কারী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৭১ সালের বি. এস-সি পারট টু-র বাতিল পরীক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়টির খোল-নলিচা সবই বদলাইতে হইবে। পরীক্ষার্থীদের নামের ভুল, পদবীর ভুল, মার্কশীটে পরীক্ষিত বিষয়সমূহের সংস্থাপনার ভুল, পাশকে ফেল এবং ফেলকে পাশ দেখান, বিনা সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষরে অজস্র কাটাকুটি—এই সব কর্ম-দক্ষতার নমুনা, সুদীর্ঘ ঐতিহ্য এবং বিরাট মর্যাদার অধিকারী এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজ দিতেছে। চারিদিকের অন্ধকারের রাজত্বে অজস্র আঁধারের জীব চলিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতেছে; ইহাদের মধ্যে অতি নগণ্যসংখ্যক আলোক পথিক আছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি তাঁহাদেরও যদি বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে, তাহাতে দোষ দেওয়া যায় কি ? বিশ্ববিদ্যালয়ের এই যে সব গলদ বাহির হইয়াছে, তাহার জন্য দায়ী ট্যাবুলেটর, কি ডেসপ্যাচার, কি পরীক্ষাসমূহের কণ্ট্রোলার না থাকা —ইহা বুঝিবার কথা কাহারও নয়। শুধু এইটুকুই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরূপ গতিবিধি বাংলার উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে এক চরম সর্বনাশ আনিয়া দিতেছে। বাঙ্গালী-সমাজের মুখে চুণ-কালি প্রয়োগের নয়া ব্যবস্থা চালু হইতে চলিয়াছে। অচিরকালের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া পরীক্ষার মার্কশীট এবং সার্টিফিকেট ভারতের অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাহ্য না হইতে পারে, চাকুরীর ক্ষেত্রে উহাকে মানা না যাইতে পারে। বাঙ্গালীর মার খাইবার আর এক নূতন দিক খুলিয়া যাইবে।

॥ চিঠি-পত্র ॥

'শূন্য ঢক্কা ফরাক্কা'—প্রসঙ্গে

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

কতকগুলি বিশেষ লক্ষণের বশেই আমরা বাঙালী। বঙ্গ ভাষায় কথা বলিয়া বা বঙ্গদেশে বাস করিয়াই কি আর বাঙালী হওয়া যায় ? তাহা হইলে তো বঙ্গপ্রদেশবাসী বঙ্গ-ভাষাভাষী বিহারী, ছত্তিশগড়ী, মান্দ্রাজী, ওড়িয়া, মারোয়ারীরাও বাঙালী হইয়া যাইত। আর বাঙালী হইবার আসল লক্ষণ শুধু আমাদের মধ্যেই আছে। আমরা অলস, আমরা রকবাজ, আমরা কথায় জগৎ মাতিতে পারি, সর্বত্র মার খাইলেও রাজনীতিতে আমরাই অগ্রণী হইবার প্রয়াস পাই, পরশ্রীকাতরতা ও পরনিন্দায় আমাদের পরম সুখ। কিন্তু আমাদের মুখ্য বৈশিষ্ট্য আমরা চিরটা কাল নানা দিক দিয়া মার খাই।

মার খাইয়াছি রেজা খাঁ সিতাব রায়ের দোর্দণ্ড প্রতাপে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে। ১৩৫০ এর দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পড়িয়া মরিয়াছি। যেহেতু ইংরাজ-প্রভুর যুদ্ধের রসদ যোগাইতে হইয়াছিল। ডুবিয়াছি কন্ট্রোলের চাপে—নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্য নিজেরা ভোগ করতে পাই নাই। আপোষী স্বাধীনতার মরশুমে আমরা বাঙালী সাম্প্রদায়িকতার যত বলি হইয়াছি, তাহার তুলনায় পাঞ্জাবীরা নগণ্য। ইহার ফলশ্রুতিতে পাঞ্জাবের অধিবাসী বিনিময় যাহা ঘটিল তাহার একাংশও যদি এই বাংলায় হইত। তাহা হইলে যে মরিবার এবং মার খাইবার সুযোগ থাকিত না। দেশবিভাগজনিত শরণার্থীর চাপ টালমাটাল অবস্থায় থাকার উপরেই আসিয়াছিল 'একাত্তরী' দায়িত্ব—বাংলাদেশের শরণার্থী সমস্যা। আমরা বাঙালী যেখানে যেমনভাবেই মরি না কেন, দুর্ভোগ আর সব বাঙালীকে পোহাইতে হয়। মরিয়া মরিয়া মরীয়া বাঙালী আর মারের ভয় করে না। কাজেই ফরাক্কার জল দেওয়া ও টানিয়া লওয়ার ব্যাপারে আমরা মরিলেও বলিব—'মরণরে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।'

বাংলার ব্যাপক খরা ছাড়াও মার খাইবার অপূর্ব সুযোগ মিলিয়া গেল। ইহার জন্য ধন্যবাদ একজন অবাঙালী অন্ধ্রপ্রদেশবাসী ডঃ কে, এল, রাওকেই দিতে

মুর্শিদাবাদ ইন্‌ষ্টিটিউট অফ্‌ টেকনোলজী

পোঃ কাশিমবাজার রাজ, বহরমপুর,
জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

১৯৭২ ৭৩ শিক্ষাবর্ষে মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ (এল. এম. ই., এল. ই. ই. ও এল. সি. ই.) তিন বৎসরের ডিপ্লোমা পাঠক্রমে ভর্ত্তির জন্য নির্দ্দিষ্ট ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

প্রিন্সিপ্যালের অফিস হইতে যে কোন কার্য্যের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত নগদ ৫০ পয়সা প্রদানে অথবা নিজস্ব ঠিকানা সম্বলিত ৩৫ পয়সা ও ৫ পয়সা উদ্বাস্তত্রাণ ডাকটিকিটসহ ২২৫ মি. মি × ১০০ মি. মি. মাপের খামের সহিত ৫০ পয়সা মণি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে দরখাস্ত ফরম ও প্রস্‌পেকটাস পাওয়া যাইবে।

দরখাস্ত ফরম যথাযথ পূরণান্তে প্রিন্সিপ্যাল, এম. আই. টি. বহরমপুরকে প্রাপক করিয়া দুই টাকা মূল্যের ক্রসড্‌ পোষ্টাল অর্ডার ৭ই জুলাই, ১৯৭২ তারিখের মধ্যে প্রিন্সিপ্যালের অফিসে অবশ্যই পৌঁছান চাই।

১লা জানুয়ারী, ১৯৭২ তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৫ হইতে ২০-র মধ্যে হওয়া চাই। (তফশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থীর ক্ষেত্রে ইহা তিন বৎসর শিথিল-যোগ্য)

লিখিত ভর্ত্তির পরীক্ষা/নির্ব্বাচকমণ্ডলীর কাছে সাক্ষাৎকার অথবা উভয়ের উপর নির্ভর করিয়া তিন বৎসরের ডিপ্লোমা পাঠক্রমে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা হইবে। উক্ত লিখিত পরীক্ষা অনুমোদিত কোন বিদ্যায়তন হইতে স্কুল ফাইন্যাল অথবা সমতুল্য কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে কোন প্রার্থীর জন্য উন্মুক্ত। যে প্রার্থী গত স্কুল ফাইন্যাল অথবা সমতুল্য কোন পরীক্ষায় বসিয়াছে এবং উত্তীর্ণ হওয়ার আশা রাখে সেও নির্দ্ধারিত তারিখের মধ্যে আবেদনপত্রে দরখাস্ত করিতে পারে। পরীক্ষার ফল প্রকাশ হওয়ার দশ দিনের মধ্যে মার্কসিটের নকল পাঠাইতে হইবে।

যে সকল ছাত্র ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে এ্যাপ্লায়েড্‌ মেকানিকস্‌ সহ হায়ার সেকেণ্ডারী (কারিগরী বিভাগ) পরীক্ষায় সন্তোষজনক নম্বর পাইয়াছে বা পাইবার আশা রাখে তাহাদের জন্য ২য় বার্ষিক ডিপ্লোমা পাঠক্রম শ্রেণীতে অতিরিক্ত আসনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

ছাত্রাবাসে আসন পাওয়া যাইবে।

প্রিন্সিপ্যাল

॥ আষাঢ়ের প্রথম দিনে ॥

—হরিলাল দাস

আষাঢ়ের প্রথম দিন। পাহাড়ের গায়ে, সানুদেশে, মেঘ জমেছে। সচল মেঘ। মনে হচ্ছে একপাল হাতি দাপাদাপি করে খেলা করছে। মেঘদূত কাব্য-আরম্ভে কালিদাস এই বর্ণনা দিয়েছেন।

তার পরে কবির মেঘ উড়ে চলেছে পূর্বে, উত্তরে, অলকায়। বিরহী যক্ষের বার্তাবাহী।

কখন, কোথায় কালিদাস জন্ম নিয়েছিলেন, কোন্‌ যুগের কবি তিনি ? তাবৎ সংবাদ গবেষণার অরণ্যে ছায়াসঞ্চারী। তিনি বেঁচে আছেন তাঁর দীর্ঘস্থায়ী কাব্যকৃতিতে।

তবে আষাঢ়ের প্রথম দিন কবি ও কাব্যের মাঙ্গলিক। তাই বরণীয়।

যদিও বঙ্গদেশ থেকে সংস্কৃতচর্চা উদ্বায়ী, যদিও এই প্রসঙ্গের প্রতিবাদ করে শিক্ষা পর্ষদের পাঠ্যসূচী উল্লেখিত হবে, তবুও আষাঢ়ের প্রথম দিনটিতে কালিদাসকে স্মরণ করার সিদ্ধান্ত অবহেলন করা যায় না।

তন্বী শ্যামা নায়িকার বর্ণিকা সম্বল করে কালিদাসকে বাঙ্গালী বলা হয়তো টিকবে না ; কিন্তু বাঙ্গালীর কাছে আষাঢ়ের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে।

বাঙ্গালী কৃষক-বধূর কবিল চোখে দুরাশার বিদ্যুৎ-ঝলক আনে আষাঢ়ের মেঘ। বাংলার মাঠে সবুজ স্বপনে আনে সোনালী সম্ভাবনা। বাংলার মরা গাংয়ে বান ডাকে আষাঢ়ে।

রাজরোষে দগ্ধ অসহায় প্রজার মত বাঙ্গালীর ভাগ্যে মেঘের সঞ্চরণশীল ছায়া, নির্যাতিত মর্যাদার বুকে সান্ত্বনার মত এক পশলা শীতল বৃষ্টি, মিথ্যা অপবাদে গৌরবহানির অন্ধকারে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের মত একটু বিজলীর দ্যুতি, অদম্য দ্রোহশক্তির উপর হিংস্র আক্রোশের মত একটি নির্মম বজ্রপাত—আসন্ন আষাঢ়ের অবদান।

সেই আষাঢ়ের প্রথম দিনে কবি কালিদাসকে শুভ স্মরণ বাঙ্গালীর বিশুষ্ক জীবনে সরসতার বোধন।

গ্রামবাসীদের প্রতিরোধে ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ ১ জন আহত— ২ জন গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি, ৮ই জুন—গত মঙ্গলবার রাত্রে এই থানার জিনদীঘি গ্রামে সুরত দেওয়ানের বাড়ীতে একদল সশস্ত্র ডাকাত হানা দিলে গ্রামবাসীরা তাদের বাধা দেয়। ডাকাতদলের নিক্ষিপ্ত বোমার ঘায়ে গৃহস্বামীর ভাই নজফুল দেওয়ান গুরুতররূপে জখম হন। গ্রামবাসীদের প্রতিরোধের ফলে দুর্বৃত্তরা কিছু নিতে পারে না এবং পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

সর্বশেষ সংবাদে জানা গিয়েছে যে এই ডাকাতির অভিযোগে সাগরদীঘির পুলিশ মধু সেখ এবং সুনীল মাল নামে দু'জন দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

কাছের মানুষ যোগীন্দ্রনারায়ণ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কাউকে দীক্ষা দেওয়ার আগে কিছুকাল তাকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করতেন, তার আচার-আচরণ ও ঈশ্বরাভিমুখিতার সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতেন এবং পরে অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের ফলে খুসী হলে দীক্ষা দিতেন। দীক্ষার আগে সাবধান করে দিতেন যদি আমার নির্দেশ মত পথে চলতে না পার, তাহলে এ দীক্ষা ফলপ্রদ হবে না। পঞ্চপাপ পরিহার করার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিতেন। তবে মানুষের দুর্বলতা সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি বলতেন, সহসা যদি কেউ পথভ্রষ্ট ও সাধনভ্রষ্ট হয় এবং পরে স্বকৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে তবে কৃপাময় তাঁর সন্তানকে ক্ষমা করেন। তবে এই প্রায়শ্চিত্ত মাত্র আনুষ্ঠানিক হলে হবে না অনুতাপের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে হবে। তবে তার সঙ্গে অগ্নিদগ্ধ সোনার মত চিত্তের পুনঃ শুদ্ধি সম্ভব। এ বিষয়ে তিনি খ্রীষ্টীয় অনুতাপবাদ এবং ইসলামীয় তোবাহ্‌ মতের উল্লেখ করতেন এবং বাইবেলের Prodigal Son এর গল্প বলতেন। এ বিষয়ে তিনি প্রায় গীতার "ন হি কল্যাণকৃৎ দুর্গতিংতাত গচ্ছতি" এই উক্তিটির উল্লেখ করতেন।

(ক্রমশঃ)

বার্ষিক সম্মেলন

গত ২৮।৫।৭২ তারিখে জঙ্গিপুর ভিক্টোরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সহিত এই সমিতির সংযুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সমিতির নাম পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে নাম পরিবর্ত্তন করা হয়। এখন হইতে এই সমিতি পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি— জঙ্গিপুর পৌর শাখা বলিয়া অভিহিত হইবে এবং অখিল ভারত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির অঙ্গ হিসাবে গণ্য হইবে এবং রেজেষ্ট্রী নম্বর ১৬৩৯৪/১২০৬ ব্যবহার করিবে।

রামমোহন দ্বিশত বার্ষিকী অনুষ্ঠান

মুর্শিদাবাদ সাংস্কৃতিক পরিষদ আগামী ২৪শে জুন রামমোহন দ্বিশত বার্ষিকী অনুষ্ঠান পালনে নিম্নলিখিত কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

(ক) (সর্বসাধারণের জন্য) বিষয়: উনবিংশ শতাব্দীর মানবতাবাদের প্রথম প্রবক্তারূপে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান। (দু'হাজার শব্দের মধ্যে) (খ) (একাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য) বিষয়: রামমোহন রায়ের সমাজ চেতনা ও তাঁর অবদান। (এক হাজার শব্দের মধ্যে)।

বিতর্ক প্রতিযোগিতা

(ক) (সর্বসাধারণের জন্য) বিষয়: সভার মতে রামমোহন রায়ই ভারতবর্ষে উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক চেতনা উন্মেষের প্রথম পথিকৃৎ। (খ) (একাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য) বিষয়: সভার মতে রামমোহন রায় আমাদের দেশে নারীমুক্তি আন্দোলনের একমাত্র সার্থক অগ্রদূত সময়-সীমা: ছয় মিনিট। বিতর্ক প্রতিযোগীদের নাম ও ঠিকানা ১৫ই জুনের মধ্যে ও প্রবন্ধ প্রতিযোগীদের প্রবন্ধ ১৮ই জুনের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পাঠান দরকার।

অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, গোরাবাজার, বহরমপুর। বা
শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য, ২৩, রামলাল মুখার্জী লেন, পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ অফিস হইতে প্রচারিত।

এস, ডি, পি, ও বদলি

জঙ্গিপুর মহকুমার এস, ডি, পি, ও বি, কে, রায় রাণাঘাটে বদলি হলেন। তার স্থানে রাণাঘাট হ'তে এ, কে, সেন এখানে এসে কার্য্যভার গ্রহণ করেছেন।

ট্রেনে-ডাকাতি ১ জন গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি, ৭ই জুন—গত ৫ই জুন রাত্রি প্রায় পৌনে একটা নাগাদ সাগরদীঘি এবং বাড়ালা ষ্টেশনের মধ্যে চলন্ত ট্রেনে হানা দিয়ে একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত যাত্রীদের সর্ব্বস্ব লুঠ করে নিয়ে পালিয়ে যায়। ৩৮১ ডাউন অণ্ডাল প্যাসেঞ্জার সাগরদীঘি ছেড়ে সেনপাড়া গ্রামের কাছাকাছি গেলে কুখ্যাত গোরা ঘোষের দল ট্রেনের ছাদ থেকে নেমে ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কামরায় প্রবেশ করে এবং লুঠতরাজ করে চেন টেনে পালিয়ে যায়। আজ গোরা ঘোষ আজিমগঞ্জ গেলে উত্তেজিত জনতা তাকে ধরে ফেলে এবং প্রচণ্ড মারধোর করে। জিয়াগঞ্জ পুলিশ তাকে গ্রেপ্তা ছে।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১০ই জুলাই, ১৯৭২

৬ মনি/৭১ ডিঃ জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনরগণ দেঃ পুলিন মণ্ডল দাবি ১৩৪৪.৪২ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাসুদেবপুর খং নং ১৮৪ দাগ নং ৬৩১ দেন্দার নামে ১০ শতক জমির ২½ শতক কাত ২॥/০ আঃ ৩০০৲ রায়তী স্থিতিবান স্বত্ব

১ অন্য/৭১ ডিঃ পশুপতি মণ্ডল দেঃ ননীগোপাল সরকার দাবি ৩২১.৯২ থানা সুতী মৌজে খোকসাগাছি ৭০ শতক মধ্যে ৩৩ শতকের কাত ৯৫ পয়সা আঃ ১৫০৲ রায়তী স্থিতিবান স্বত্ব

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-9C8

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।